Subject - 2nd Language Bengali
Class –VI
Chapter - 2

গদ্য:- 'রামতনু লাহিড়ী' – শিবনাথ শাস্ত্রী

গদ্যের সারসংক্ষেপ:–

লেখক শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় 'রামতনু লাহিড়ী' গল্পটি রচনা করেছেন। আলোচ্য গল্পে লেখক রামতনু লাহিড়ী নামে এক অসামান্য আদর্শবাদী মানুষের কথা বলতে গিয়ে ১৮০০ খ্রিস্টাব্দের পরে বঙ্গদেশে ইংরেজি শেখার প্রতি যে আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছিল তার কয়েকটি উদাহরণ দিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি রামতনু লাহিড়ীর মতো ইংরেজি শিক্ষায় আগ্রহী এক বালকের জীবন কাহিনী আমাদের জানিয়েছেন।

আলোচ্য গল্পে লেখক বলেছেন একটা সময়ে দেশে ভালো ইংরেজি স্কুল ছিল না। কলকাতায় ফিরিঙ্গী সাহেবরা দুই–একজন দু–একটি স্কুল করে ছেলেদের একটু ইংরেজি পড়তে ও বলতে শেখাতেন। তখনকার গভর্ণমেন্ট এদেশের লোককে ইংরেজি শেখানো প্রয়োজন সেটা মনে করতেন না। তারা সংস্কৃত, আরবি ও পারসি শেখানোর জন্য কলেজ ও মাদ্রাসা স্থাপন করেছিলেন।

সেই সময় ডেভিড হেয়ার নামে একজন সাহেব রাজা রামমোহনের সঙ্গে মিলে ১৮১৮ কি ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দে স্কুল সোসাইটি নামে একটি সভা স্থাপন করেন যার উদ্দেশ্য কলকাতার ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ইংরেজি স্কুল স্থাপন করা। তখন হেয়ার সাহেব পালকি করে যাতায়াত করা করার সময় একটি ১৩/১৪ বছরের ব্রাহ্মণের ছেলে হেয়ার সাহেবের পালকি ধরে প্রায় একমাস ছুটেছিল। হেয়ার সাহেব লেখাপড়ার প্রতি বালকের আগ্রহ দেখে তাকে স্কুল সোসাইটির স্কুলে ভর্তি করেছিলেন। এই স্কুলের নাম হেয়ার স্কুল হয়েছে ।

সেই বালকটির নাম রামতনু লাহিড়ী। তিনি নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরে ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। গুরুজনদের প্রতি রামতনু লাহিড়ী খুব শ্রদ্ধা করতেন। রামতনু লাহিড়ী সতেরো বছর বয়সে হিন্দু কলেজে চতুর্থ শ্রেণীতে ভর্তি হয়েছিলেন। ডিরোজিও নামে একজন ফিরিঙ্গি সাহেব সেই শ্রেণীতে পড়াতেন।রামতনু বাবুও এই ডিরোজিও সাহেবের শিষ্য ছিলেন।

রামতনু লাহিড়ী স্কুল থেকে বেরিয়ে প্রথমে হিন্দু স্কুলে পরে বর্ধমান, উত্তরপাড়া প্রভৃতি অনেক দেশের স্কুলে শিক্ষকতা করেছিলেন। যখন তিনি বর্ধমান

স্কুলের হেডমাস্টার ছিলেন তখন স্কুলের একটা ম্যাপ হারিয়ে গেলে তিনি স্কুলের চাকরের ওপর চুরি করার সন্দেহ করেছিলেন। কিন্তু আলমারির পাশে যখন ম্যাপটি খুঁজে পেয়েছিলেন তখন চাকরির প্রতি সন্দেহ করায় তাঁর মনে খুব কষ্ট হয়েছিল। তিনি চাকরকে ডেকে তাঁর ভুলের ক্ষমা চেয়েছিলেন। তিনি যেখানেই যেতেন ছেলেদের নীতি ও চরিত্রের উন্নতির দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখতে।

বৃদ্ধ অবস্থায় রামতনু লাহিড়ী পেনশন নিয়ে নানা জায়গায় বাস করতেন। লেখক বলেছেন তাঁর কাছে বসলে নানা সৎ বিষয়ের কথা শুনতে শুনতে মন উন্নত হয়। রামতনু লাহিড়ীর বিষয়ে একজন বাঙালি কবি বলেছেন-------

“যার সঙ্গে একদিন করিলে যাপন
সাত দিন থাকে ভালো পাপাসক্ত মন।”

লেখক শিবনাথ শাস্ত্রী বলেছেন এই কথা সত্য। লেখকেরা অনেকেই এই কথার সাক্ষ্য দিতে পারেন। রামতনু লাহিড়ী ৮৫ বছর বয়সে স্বর্গারোহণ করেন।